সমাজ সংস্কৃতি প্রগতি

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

অশুদ্ধি-সংশোধন : জয়ব্রত ভরদ্বাজ

প্যাপিরাস, 2 গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা 4
থেকে অরিজিৎ কুমার প্রকাশিত ও টেক্‌নোপ্রিণ্ট,
7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

রুদ্রের আবির্ভাবে

লেখকের নিবেদন

মাতৃভাষায় এই আমার প্রথম লেখা।
এর বক্তব্য ও ভাষা পরিমার্জিত করার জন্য
ড. প্রভাতী মুখার্জির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচি

সমাজ

১ ব্যক্তি-গোষ্ঠি-সংগঠন

সমাজ বলতে কী বোঝায় সে-সম্পর্কে সমাজবিদ্‌দের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ নেই। ব্যক্তিসমন্বয়ে সমাজ গ'ড়ে ওঠে, কিন্তু এই সমন্বয় সূত্রহীন হ-য-ব-র-ল (অর্থাৎ random) নয়। মানবজাতি গোষ্ঠি গঠন করে এবং গোষ্ঠিগঠনের বিশেষ-বিশেষ পর্যায়ে তাকে সমাজ ব'লে চিহ্নিত করে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে গোষ্ঠিগঠনের দ্বারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর এবং বৃহত্তম জোটগুলিকে, স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে বা নির্বিশেষে, সমাজ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, এবং সর্বশেষে বিশ্বমানব সমাজ। অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারে মানবজাতি একই সময়ে বিবিধ গোষ্ঠি গঠন করে, কিন্তু এর কোনটাই আকস্মিক এবং তাৎপর্যবিহীন নয়।

সুতরাং সমাজকে বুঝতে হ'লে তিনটি মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া প্রয়োজন : ১। কেন ব্যক্তি গোষ্ঠি গঠন করে, ২। কেন বিবিধ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিভিন্ন গোষ্ঠি সৃষ্টি হয়, এবং ৩। মানবজাতির মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে এই বিবিধ উদ্দেশ্যসাধিত বিভিন্ন গোষ্ঠিগঠনের পারম্পরিণ প্রাধান্য কেমন। প্রশ্ন তিনটি ক্রমান্বয়ে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর নির্ভর করবে মানুষ কী প্রয়োজনে গোষ্ঠি গঠন করে এবং কী প্রয়োজনে বিভিন্ন স্তরের সেই গঠিত গোষ্ঠিকে সমাজে পরিণত করে, তার অনুসন্ধানের ওপর।

সব প্রয়োজনগুলিরই প্রথম উৎস হচ্ছে মানবজাতির জৈবিক দায়িত্ব। সাধারণত প্রাণিজগতে মানবজাতির বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থা ও বার্ধক্য দীর্ঘতম। হাতি বা তিমির মতো কোন-কোন প্রাণী মানুষের চেয়ে দীর্ঘজীবি হ'লেও তাদের বাল্যাবস্থা ও বার্ধক্য আপেক্ষিকভাবে স্বল্পতর। সুতরাং জীবনের প্রারম্ভ ও শেষাবস্থায় দীর্ঘদিনের জন্য মানুষ পরনির্ভরশীল